৪। নবী করিম (দঃ) নিজের মিলাদ নিজেই পাঠ করেছেন

একদিন নবী করিম (দঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে সমবেত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

مَنْ اَنَا قَالُوْا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ ۔

অর্থাৎ ঃ "তোমরা বল- আমি কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আপনি আল্লাহর রাসুল। হুজুর (দঃ) বললেনঃ আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ, আব্দুল মোত্তালিবের নাতী, হাশেমের প্রপৌত্র এবং আবদ মনাফের পুত্রের প্রপৌত্র"। এই হাদীসের গুরুত্ব মতেই ইমামগণ চার কুরছিকে ফরজ বলেছেন।

হুজুর আকরাম (দঃ) আরও এরশাদ করেন ঃ

وَمِنْ كَرَامَتِىْ عَلٰى رَبِّىْ اَنِّىْ وُلِدْتُ مَخْتُوْنًا وَلَمْ يَرَ اَحَدٌ سَوْأَتِىْ (طَبْرَانِىْ-زُرْقَانِىْ)

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আমার একটি বিশেষ মর্যাদা এই যে, আমি খতনা অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছি এবং আমার লজ্জাস্থান কেউই দেখেনি"। (তাবরানী, জুরকানী) অন্যান্য রেওয়ায়াতে পাক পবিত্র, নাভি কর্তনকৃত, সুরমা পরিহিত, বেহেস্তি লেবাস পরিহিত অবস্থায় ভূমিষ্ট হওয়ার বর্ণনা এসেছে। (মাদারেজুন্নবুয়ত)।

এছাড়াও জঙ্গে হোনায়নের যুদ্ধে যখন হাওয়াজিনের তীর নিক্ষেপে মুসলিম সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ পয়ে পড়েছিলেন, তখনও নবী করিম (দঃ) একা যুদ্ধ ময়দানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ঃ

اَنَا النَّبِىُّ لَا كَاذِبْ + اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ۔

অর্থাৎ "আমি আল্লাহর নবী, আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি আব্দুল মোত্তালিবের বংশধর"।

উপরোক্ত প্রথম ঘটনাটি দাঁড়িয়ে বলা এবং বর্ণনা করার নামই মিলাদ ও কেয়াম। সুতরাং মিলাদুন্নবী ও কেয়াম স্বয়ং রাসুলে পাকেরই সুন্নাত। দ্বিতীয় বর্ণনায় ولدت শব্দটি এসেছে। এর অর্থ হলো আমি জন্মগ্রহণ করেছি— ভূমিষ্ট হয়েছি— আবির্ভূত হয়েছি। সব বর্ণনায়ই নবী করিম (দঃ) কেয়াম অবস্থায় ছিলেন। তিনি নিজেই কেয়াম করেছেন। সুতরাং বেলাদতের বর্ণনাকালে কেয়াম করা নবীজীরই সুন্নাত।